সংবাদ

তারিখ ... 2 APR 2012 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ২ ...

চাকসু এখন পুলিশ ক্যাম্প!

প্রতিনিধি, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় (চট্টগ্রাম)

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (চাকসু) কার্যালয় এখন অস্থায়ী পুলিশ ক্যাম্পে পরিণত হয়েছে। শিক্ষার্থীদের অধিকার রক্ষার হাতিয়ার এবং শিল্প-সাহিত্য ও মুক্তবুদ্ধি চর্চার প্রাণকেন্দ্র হিসেবে পরিচিত চাকসু কার্যালয়ে অস্থায়ী পুলিশ ক্যাম্প স্থাপন করায় ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, চাকসু কার্যালয়ে বর্তমানে প্রায় ৮০-৯০ পুলিশ সদস্য অস্থায়ীভাবে ক্যাম্প স্থাপন করে বসবাস করছেন। তারা এখানে আহার-বিহার সবকিছু সম্পন্ন করেন। নাম প্রকাশ না করা শর্তে চাকসু'তে অবস্থানরত এক পুলিশ সদস্য সংবাদ'কে বলেন, 'আমরা এখানে অনেক পুলিশ সদস্য একসঙ্গে থাকছি, খাচ্ছি কোন সমস্যা হচ্ছে না।' বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত চাকসু'তে পুলিশি অবস্থান থাকবে বলে তিনি জানান।

গতকাল রোববার সরেজমিনে চাকসু কেন্দ্রের নিচতলা ও দোতলায় গিয়ে দেখা যায়, পাকা মেঝেতে পাশাপাশি বিছানা পেতে পুলিশ সদস্যরা সেখানে বসবাস করছেন। ওই সময় ১৫-২০ পুলিশ সদস্যকে সেখানে অবস্থান করতে দেখা যায়। কেউ কেউ গল্প-গুজবে মত্ত আবার কেউবা বসে বসে তাস খেলছেন। একজন পুলিশ সদস্য এ প্রতিনিধিকে বলেন, কোন কাজ নেই তাই সময় কাটানোর জন্য তাস খেলছি।

চাকসু কেন্দ্রে পুলিশের বসবাসকে অনাকাঙ্ক্ষিত ও দুর্ভাগ্যজনক উল্লেখ করে সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্টের সভাপতি প্রবাল মজুমদার সংবাদ'কে বলেন, 'আসলে চাকসু ছাত্রদের দাবি আদায় এবং মুক্তবুদ্ধি চর্চার প্রাণকেন্দ্র বলে পরিচিত। কিন্তু সেখানে পুলিশের বসবাস মোটেই কাম্য নয়। আমরা চাই অতি সত্বর চাকসু থেকে পুলিশ সদস্যদের অন্যত্র সরিয়ে নেয়া হোক।'

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় (চবি) প্রক্টর ড. সিরাজ-উদ-দৌলা সংবাদ'কে বলেন, 'একটি অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার কারণে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বাধ্য হয়ে পুলিশ সদস্যদের চাকসু কার্যালয়ে থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছে।' শিক্ষার্থীদের মুক্তবুদ্ধি চর্চা বাধাগ্রস্ত হচ্ছে কিনা জানতে চাইলে শিক্ষার্থীদের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার বিষয়টি স্বীকার করে তিনি বলেন, শীঘ্রই পুলিশ সদস্যদের সরিয়ে নেয়ার ব্যবস্থা করা হবে।

এ ব্যাপারে যোগাযোগ করা হলে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পুলিশ ফাঁড়ির পরিদর্শক আবদুর মতিন বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আমাদের চাকসুতে থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছে, তাই আমরা সেখানে অবস্থান করছি। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে অতিরিক্ত পুলিশ সদস্যদের সরিয়ে নেয়া হবে বলে জানান তিনি।